জেগে থাকো অতন্দ্র অন্তরে

মৌ সেন

পুনশ্চ

অনুক্রম

দিনান্তে বাবা / ৯
বাৎসল্য / ১০
নির্বেদ / ১১
ন হন্যতে / ১২
কাফকেস্ক / ১৩
জতুগৃহ / ১৪
দুই অধ্যায় / ১৫
আবর্জন / ১৬
চিরায়ত / ১৭
দূরে কোথাও / ১৮
প্রতিযোগিতা / ১৯
অগ্নিহোত্রী / ২০
মৎস্য-পুরাণ / ২১
অত্যয় / ২২
অনালোক / ২৩
অন্বয় / ২৪
শ্রয়ণ / ২৫
নক্তঞ্চর / ২৬
কালকূট / ২৭
মূক জীবন / ২৮
নিরতীত / ২৯
চাঁদের সাম্পান / ৩০
লোহিত সাগরে / ৩১
স্রবন্তী / ৩২
অবন্ধনীয় / ৩৩
ভানুমতীর খেল / ৩৪
সিক্ত সময় / ৩৫
প্রত্যাবর্তন / ৩৬

অমৃতা / ৩৭
দুশ্চিন্তা / ৩৮
নির্জন / ৩৯
অগস্ত্য / ৪০
অচর চর / ৪১
মরণরে / ৪২
স্মার্ত / ৪৩
এ-কালবেলায় / ৪৪
বই / ৪৫
শ্যাওলা রঙের বান্ধবী / ৪৬
সঞ্চয় / ৪৭
কোজাগরী / ৪৮
তমসো মা / ৪৯
অহল্যা / ৫০
অনিকেত / ৫১
বেহায়াপনা / ৫২
জানকী / ৫৩
ভিনদেশি / ৫৪
জারি থাক যাবতীয় খোঁজ / ৫৫
ইচ্ছে হোস নাকো মনের মাঝারে / ৫৬
ভাষা / ৫৭
আভোগী / ৫৮
খিদে এবং কবিতা / ৫৯
লেডিজ কম্পার্টমেন্ট / ৬০
আম-বাটা / ৬১
বন্দিত্ব / ৬২
অ-মঙ্গলকাব্য / ৬৩
কবুল / ৬৪

দিনান্তে বাবা

কিছুটা আবেগ আর একটা ৎ, ব্যাস,
হয়ে যায় 'বাবা'।
জীবনের দুই ভাগ কেটে যায় চাল-ডাল জোগাড়ে।
সে সময়ে ছায়া পড়ে না বাড়ির উঠোনে।
সন্ধে পেরিয়ে ঘরে ফিরলে,
মা-ময় নরম সংসারে নেমে আসে গ্রীষ্ম।

তারপরে, বহু পরে, ছোট করে কেটে রাখা
শিরীষ কাগজে, ঘষে তোলে জং, পুরনো গ্রীল থেকে।
কপালের মতো কোনো কোনো খাঁজে হাত পৌঁছোয় না।
রঙ দিয়ে চাপা দেয় মরচে পড়ে যাওয়া রক্তের সম্পর্কগুলো।

শেষ দুপুরে বাবা, তার বাবার পুরনো আমলের আরাম কেদারায় বসে
মন দেয় দেশের খবরে।
নিজেকে ঢোঁড়াসাপ মেনে নিয়ে শুয়ে থাকে ঝাঁপিতে—
লেজটুকু শুধু ঝুলতে থাকে ঝাঁপির বাইরে,
জানান দেয়, এখনো আছি।
আশ্বিনের অলস বিকেলে খুরপি হাতে
কুপোতে থাকে মাধবীলতার গোড়া,
আবার ফুল ফুটবে।

বাবার আর তুফান তোলা হয় না।
শুধু ছোট ছোট ঢেউ তোলে সপ্তাহান্তে চায়ের আসরে।

বয়স্ক বাবা সংসারে থাকে, কিছুটা দূর সম্পর্কের দুস্থ আত্মীয়ের মতো।
বাবার মা সব কিছু লক্ষ্য করে মেঘের দেশ থেকে।
দীর্ঘশ্বাসের সাথে বাবা মাঝে মাঝে হাত বোলায় অল্প চুলে ঢাকা মাথায়।
কি জানি, হয়তো বাবার মায়ের চোখ থেকে ঝরে পড়া দুফোঁটা জল,
বাবার মাথাতেই পড়ে।

বাৎসল্য

প্রতীক্ষিত দিন গুনে গুনে,
থেকেছো কঠোর পাহারায়।
এভাবে, এ-ভাবেই হয়তো
মৃত্যুর পরেও বহুদিন
পৃথিবীতে থেকে যাওয়া যায়।
তুমি কি এসেছো রেখে তাই
নারীটির গর্ভে নিজেকেই,
নয় মাস অতিক্রান্ত হলে
আবার জন্ম নেবে বলে?
প্রতি পলে মৃত্যু আসে যত
তত তুমি বেশি করে বাঁচো।
চাঁদ মুখে হামি খাও রোজ।
লোকে তাকে বাৎসল্য বলে।

নির্বেদ

যারা বেঁচে থাকে,
অমরত্বের গল্পে থাকে ডুবে।
চলে যেতে যেতে
হেমন্তের শেষ বিকেল ডাক দেয়।
শুধু একবার দেখতে চায় রজনীগন্ধা।
তেমন কিছুই চাওয়া নয়।
শুধু একবার দেখার সাধ, শেষবার।
হয়তো বলারও থাকে কিছু।
প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে, চিটচিটে তেল
গড়িয়ে পড়ে গা বেয়ে, ধরতে ঘেন্না হয়।

ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত অবসন্ন বিকেল
এক সময় ঢলে পড়ে রাতের কোলে।
রাত, নাকি মায়ের কোল, বাবার কোল?
পাছে ভোর এলে স্বপ্ন দেখা শুরু হয় আবার,
পাছে স্বপ্ন না-পূরণের ব্যথায় কাতর হয় আবার,
তাই কোলে তুলে নেয় ভোরের আগেই।
চোখের সামনে শুধু কাঁচের ঘেরাটোপ
চোখের ভেতরে শুধু শূন্যতা।

পৃথিবীতে সব থেকে বধির যে,
তাকেই যে কেন ডাকে মন, কে জানে!

ন হন্যতে

কিছু কিছু দিন ভাঙা ভাঙা মানুষেরা নিজেরাও জোড়াতালি দিতে চায়।
ছেঁড়া শাড়িতেই কিছু ফোঁড় দিয়ে,
যেভাবে গরীব মা আরও কিছুদিন ঢাকা দেয় আদুড় শরীর।
পৃথিবীতে সব ভাঙা চিরস্থায়ী হবে,
সত্যিই তার কোন মানে নেই।
আজ যদি তেমনই দিন হয়?
আজ যদি দু-ফোঁটা চোখের জল,
গড়িয়েই পড়ে এই ভেবে,
শেষ বলে কিছু নেই,
এ-পৃথিবী বহমান,
এমনকি মৃত্যুর পরেও থেকে যায় প্রতিটা জীবন,
আমাদের মাথার ভেতর আবহমান দিনে রাতে।
অথবা ঘরের কোণে কাঁচের ফ্রেমের ভেতর,
থাকে যদি থাক কিছু ধুলো জমা তাতে।

কাফকাস্ক

মাঝে মাঝে নতুন মুখ আসে আবার পুরোনো কেউ কেউ চলে যায়।

চিকচিকি প্যাকেটের ওপর গার্ডার দিয়ে দিয়ে ফুটবল বানিয়ে,
ওরা শট মারে গায়ের জোরে।
চটি দিয়ে বানানো গোলপোস্টে সেই বল ঢুকে গেলেই
ঢোলা প্যান্টের ভেতরের লিকলিকে কোমর দুলিয়ে ভেঙচি কাটে
গোল খাওয়া দলকে।

ঘন্টা পড়ার সাথে সাথে হৈ হৈ করতে করতে
ডাইনিং-এর দিকে দৌড়োয়, প্রথম দিকে গেলে ভাত বেশি পাবে বলে,
আর ঠেলাঠেলি করে বসে পড়ে টিমটিম করে ঘুরতে থাকা
ফ্যানটার ঠিক নিচে।
নাচ-গান-খেলাধুলোর সাথে একটু আধটু পড়াশোনাও করে নেয়,
বড় হয়ে চাকরি পেতে হবে বলে।

মোটের ওপর একটা অনাথাশ্রমের ছবি এমনই হয়।